আনজীর লিটন

মানুষের মন বলে কথা

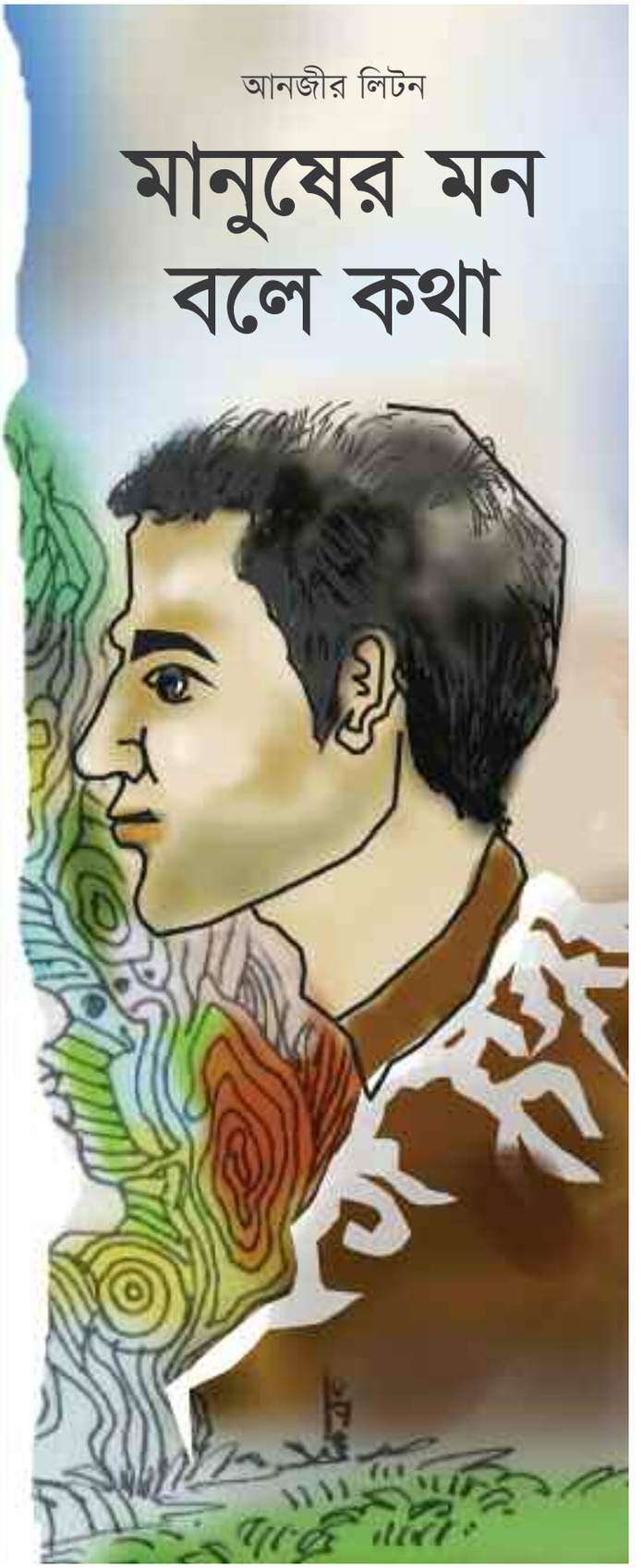

কিশোর গল্প

আরিফের বাবা রুপুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করলেন। সেখান থেকে উঁচু গলায় বললেন— আমরা এসে গেছি।

আরিফ তার দোতলার বেডরুমের জানলা দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছিল। ওর বাবা আবার ডাক ছাড়লেন— আরিফ কোথায়? এসো। রুপুর সঙ্গে পরিচয় হও।

রুপুকে দেখে আরিফ খুব একটা খুশি নয়। এর আগে রুপুকে সে কখনও দেখেনি। তবে নাম শুনেছে বাবার কাছে। বাবার বন্ধুর ছেলে রুপু। মা নেই। বাবার বন্ধু লোকটি অফিসের কাজে ক'দিনের জন্য দেশের বাইরে থাকবেন। সে জন্য তিনি আরিফের বাবাকে অনুরোধ করেছেন রুপু তাদের সঙ্গে থাকবে।

আরিফ আশা করেছিল যে রুপু দেখতে আরও স্মার্ট ও নাদুস নুদুস চেহারার হবে। কিন্তু না। বয়সে কাছাকাছি হলেও চেহারা ছবি জুতসই নয়।

আরিফ বড় আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেয়। গোলগাল চেহারা। রং মানানসই ফর্সা। সবুজ রঙের টি-শার্ট সঙ্গে জিনসের ফুল প্যান্ট। বন্ধু মহলে ফ্যাশন সচেতন হিসেবে পরিচিত। আরিফের ইচ্ছা বড় হয়ে মডেল হওয়ার। তাই ছোটবেলা থেকেই নিজের চেহারার প্রতি যত্ন নেয়া স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সে নিচে নেমে এলো।

দেখলো কোকড়া চুলের বাহারি দোলায় একটা কালো ছেলে গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামাতে বাবাকে সাহায্য করছে। আরিফকে দেখে দাঁত বের করে হাসলো।

বলল— তাহলে তুমি আরিফ—আমার ভাই। আমার আসার জন্য এতো পোজপাজ করে সাজার দরকার ছিল না।

বেশি কথা বলে নাকি ছেলেটা? আরিফ একটু অস্বস্তিতে পড়লো। পরক্ষণে বলল— স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি।

বাবা আরিফকে ইশারা করে বললেন— রুপু তুমিও তো প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করা পছন্দ কর। বলেই বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

রুপু বলল— অবশ্যই। আমার আগমন উপলক্ষেই তো স্কুলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তাই না আরিফ?

আরিফ রুপুর দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে বলল— না।

রুপু হাসলো। রুপু বাড়ির ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলল— আমি বাজি রেখে বলতে পারি তোমার বন্ধুরা আমাকে পছন্দ করবে।

রাগে রি রি করতে থাকে আরিফের শরীর। ক্ষ্যাপাটে কণ্ঠে বলল— তোমার মাথা দরজার তুলনায় বড়।

আরিফ বলল— স্কুলের প্রোগ্রামে কীভাবে নিয়ে যাই তোমাকে?

আরিফের মা মুখ খুললেন। বললেন— আমি জানি সেখানে অবশ্যই একজনের জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকবে।

আরিফ অস্বস্তির সঙ্গে বলল— কিন্তু না বলছিলাম কি...

আরিফ কথা শেষ করার আগেই মা তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। আরিফের মেজাজটা আর শীতল থাকতে পারছে না। কি বলবে বন্ধুরা?

রুপু বলল— দুই মিনিটের মধ্যে আমি পোশাক পাল্টে আসছি।

আরিফ নিঃশ্বাস ছেড়ে ভাবলো, কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম। এ তো সারাক্ষণ জ্বালাবে। কথাও বলে বেশ উঁচু স্বরে।

পোশাক বদল করে রুপু আরিফের সামনে এসে দাঁড়ালো। আরিফ বলল— রুপু আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমার স্কুলের প্রোগ্রামে যেতে চাইছো?

রুপু হেসে বলল- হয়তো তোমাদের সবাইকে আমি কিছু শেখাতে পারবো।
ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিলো। ওরা রওয়ানা হলো।
স্কুলের গেইটে গাড়ি থামলো। আরিফের তিন বন্ধু সুমন, রুপন, সাব্বির তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সে তিন বন্ধুর দিকে হাত নাড়লো এবং গাড়ির কাছে আসার জন্য তাড়া দিল।
আরিফ বন্ধুদের সঙ্গে রুপুকে পরিচয় করিয়ে দিলো।
রুপুর অভিবাদন জানানোর ভঙ্গী দেখে সবাই হেসে ফেললো।
রুপু সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল- পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।
সুমন আরিফের কানের কাছে মুখ রেখে বলল- ছেলেটি এমন আচরণ করছে যেন একজন রাষ্ট্রদূত।
আরিফ সহজভাবে বলল- হয়তো কুমিল্লাতে এমনভাবে চলে।
রুপন বলল- চলো চলো ভেতরে চলো। বলেই দৌড় লাগালো। যা তার স্বভাব। আরিফ এবং অন্য সবাই ওদের স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে গেল।
রুপু চিৎকার করে বলল- আমাদের জন্য অপেক্ষা কর।
আরিফ সুমনকে বলল- ছেলেটা খুবই বিরক্তিকর।
হল রুম ভর্তি স্কুলের ছেলেরা ক্যাচম্যাচ করছে অবিরাম। প্রোগ্রাম শুরুন হবে হবে ভাব। আরিফ ওর বন্ধুদের নিয়ে কর্নার সাইডে বসার জায়গা নিলো। ওদের সারিতে রুপুর জন্য বসার চেয়ার নেই। অগত্যা রুপু ঠিক পেছনের সারিতে গিয়ে বসলো। আরিফের পেছন চেয়ারটাই রুপুর।
কিছুক্ষণ পর হেড স্যার প্রধান অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে বসলেন। প্রোগ্রাম শুরু হলো।
বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচ-গান-আবৃত্তি-কুইজ পর্ব দিয়ে অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে। একটা গান আর নাচের পরই শুরু হলো কুইজ। অংশগ্রহণ উন্মুক্ত। স্কুলের তরুণ বয়সী বাংলা ক্লাসের টিচার কুইজ পর্ব পরিচালনা করছেন। অনেকেই উত্তর দিচ্ছে। আরিফ একবার উত্তর দিয়ে পাঁচ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে।
বাংলা টিচার প্রশ্ন তুললেন, কুইজ নাম্বার সেভেন ম্যাস্টডন কী?
হলজুড়ে নীরবতা। একজন আরেকজনের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে। এক সেকেন্ড-দুই সেকেন্ড-তিন সেকেন্ড এভাবে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ সেকেন্ড পার। উত্তর দিতে যেন কেউই রাজি নয়। রাজি হবে কি? উত্তর জানলে তো বলবে। টিচার বার বার উৎসাহ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে একটা হাত উঠলো। টিচার বললেন- তুমি পারবে? বলো।
সঙ্গে সঙ্গে সামনের সারিতে বসা অনেকেই চোখ ঘোরালো পেছনে। আরিফ লক্ষ্য করলো হাতটি রুপুর।
সাব্বির আরিফের দিকে ইঙ্গিত করে বলল- কি রে ঘটনা কী?
রুপু দাঁড়িয়ে উত্তর দিলো, ম্যাস্টডন প্রাগৈতিহাসিক যুগের একধরনের অতিকায় জানোয়ার। এগুলো দেখতে হাতির মতো। সারা গায়ে লোম। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় এদের বসবাস। এই প্রাণীদের বংশ থেকে বর্তমান হাতির উৎপত্তি বলে অনেকে ধারণা।
টিচার 'উত্তর সঠিক হয়েছে' বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন হাততালির বৃষ্টি নামলো।
টিচার রুপুকে মঞ্চে ডাকলেন। বললেন- তোমাকে চারটি প্রশ্ন করা হবে। সঠিক উত্তরের জন্য তুমি পাবে ২০ নম্বর। ওকে?
মাথা নাড়ালো রুপু।
টিচার বললেন- পৃথিবীর উচ্চতম জলপ্রপাত কোনটি?
রুপু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো, ভেনিজুয়েলার অ্যাঞ্জেল ফলস।
উত্তর সঠিক। আবার হাততালি।
দ্বিতীয় প্রশ্নঃ সিসমোগ্রাফ কী জন্যে ব্যবহার করা হয়?
রুপু উত্তর দিল, ভূমিকম্পের কম্পন মাপার জন্য।
উত্তর সঠিক। আবার হাততালি।
তৃতীয় প্রশ্নঃ ঢাকা কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
রুপু মাথা নেড়ে বলল- জানি না।
চতুর্থ প্রশ্নঃ এক আর এক কত?
রুপু এবারো মাথা নেড়ে বলল- জানি না।
ছাত্র শিক্ষক সবাই হতবাক। ছেলেটি কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে অথচ সহজ প্রশ্নের উত্তর জানে না।
টিচার অবাক হয়ে বললেন- কোন ক্লাসে পড়? রুপু স্বাভাবিক গলায় বলল- আমি এই স্কুলে পড়ি না। আরিফের সঙ্গে এসেছি।
আরিফ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল- জ্বী স্যার। ও আমার আত্মীয়। বেড়াতে এসেছে।
টিচার মাইকে ঘোষণা দিলেন যেহেতু প্রোগ্রামটি শুধু এই স্কুলের ছাত্রদের জন্য সে কারণে এই ছেলেটিকে কুইজ পর্বে অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে পারছি না।
টিচারের কথা শেষ হতে হতেই হলরুমজুড়ে গুঞ্জন উঠলো। কে এই ছেলে? কঠিন সব প্রশ্নের উত্তর দিতে জানে। সহজ প্রশ্নের উত্তর দিতে জানে না। কে কে? প্রোগ্রাম চলতে লাগলো।
আরিফ রুপুকে নিয়ে পেছন দরজা দিয়ে বের হয়ে আসে। বন্ধুরা যার যার সিটে বসেই থাকে।
ওদেরকে নামিয়ে দিয়েই গাড়ি চলে গেছে। তাই ওরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো। কারো মুখে কথা নেই। পকেট থেকে রুপু একটা ভাঁজ করা কাগজ আরিফের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল- কুমিল্লা থেকে রওয়ানা দেবার আগে এটা পেয়েছি। পড়ে দেখ।
আরিফ একটা টং সাইজের দোকানের পাশে দাঁড়ালো চিঠিটি পড়ার জন্য।

প্রিয় রুপু,
শুভেচ্ছা নিও। কনগ্রাচুলেশন্স। তুমি একটা অভাবনীয় সুযোগ পেয়েছো। চিঠিতে যা বলা আছে, তুমি যদি অবিকল তাই কর তবে সৌভাগ্য তোমাকে ধরা দেবে। তুমি ভাগ্যবান এবং সুখী হবে। যদি তুমি চিঠি অনুসারে কাজ না করতে চাও তবে অমঙ্গল হতে পারে। তুমি জানো কিনা জানি না, বেশির ভাগ লোকই চিঠিতে যা বলা আছে তা করতে চায়। কারণ শেষ পর্যন্ত সব কিছু ভালো হয়। তোমার যা করতে হবে তা হচ্ছে এই চিঠির অবিকল কপি তোমার বন্ধুদের দেবে এবং নিচের তালিকাতে ওদের নাম লিখে রাখবে। এতে সবাই বুঝতে পারবে কে কে ইতোমধ্যে চিঠিটি পেয়েছে। মনে রাখবে, তুমি তোমার বন্ধুদের ভালো কিছু দিচ্ছ। আর হ্যাঁ যদি চিঠিটি না দাও তবে তোমার খারাপ কিছু হবে।
ইতি
মিস্টার এক্স

আরিফ চিঠিটি হাতে নিয়ে বলল- পড়লাম।
রুপু বলল- কি বাজে একটা চিঠি! তাই না?
আরিফের রুমে পরদিন বন্ধুরা বসেছে রুপুর চিঠি নিয়ে। বিস্ময়কর ব্যাপারই! সাব্বির তো আরিফের কানে বলেই দিয়েছে যাই বলিস রুপুকে সন্দেহ লাগছে। কথাটা সবার কানে ছড়ানোর পর অন্যরাও স্বীকার গিয়েছে তাদের মনেও রুপু একটা সন্দেহজনক ছেলে হিসেবে ভর করেছে।
আরিফ কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল। বাধা দিয়ে রুপু বলল- তোমরা কি কেউ দেখেছো এই চিঠির জন্য কারো ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে? এখনও এরকম চিঠিতে লেখা থাকে তুমি মারা যাবে যদি তুমি চিঠি না পাঠাও। এখন পর্যন্ত আমি চিঠি লিখিওনি। মারাও যাইনি।
রুপন বলল- আমি এটা করে দেখবো। আমাদের একজন অন্য সবাইকে চিঠি দেবে এবং বাইরের কাউকে। আমাদের কোনো সৌভাগ্য আসতেও পারে।
সুমন বলল- যদি ডাক বিভাগের কল্যাণে চিঠি গায়েব হয়ে যায় তখন কি হবে?
রুপু হাসতে হাসতে বলল- তবে তোমাদের কেউ মারা যাবে।
সাব্বির নাক সিটকালো। বলল- তোমাদের এটা এতো সিরিয়াসলি দেখার কিছু নেই। তাতে কোন কাজই হবে না। এটা একটা মজা।
আরিফ একটু নরম এবং ভীতও হলো। বলল- কে জানে কাজ হতেও পারে।
রুপন বলল- আমার ছোট চাচা একটি চিঠি পেয়েছিল। তাতে রাজশাহীর একটি এলাকার ঠিকানা দিয়ে একশ টাকা পাঠাতে বলা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল বিনিময়ে আরও অনেক টাকা পাবে। কিন্তু চাচা সেটা পায়নি। এমনকি একশ টাকাও গচ্চা। তবে এটা ঠিক, বিষয়টি মজার।
মজার আবার কি হলো? ফোড়ন কাটে সুমন। রুপন বলল- ভালো কিছু পাওয়ার জন্য যে কোনো অপেক্ষাই মজার এবং আনন্দের।
ডিসিশন হলো আরিফ চিঠিটি সবার ঠিকানায় পাঠাবে। আরিফ নিজের ঘরের কম্পিউটারে চিঠিটি কম্পোজ করে পরদিন রুপনের হাতে পৌঁছে

দিলো সবাইকে দেয়ার জন্য। বন্ধুরা যার যার মতো চারজনের কাছে পাঠাবে।
এ ধরনের চিঠিকে বলে চেইনলেটার। অর্থাৎ একজনের কাছ থেকে অন্যজনের কাছে ছড়িয়ে যায়।
স্কুলের মাঠে বসে এই নিয়ে আলাপ চলছিল ওদের মধ্যে। আরিফ বলল- তোমাদের সুখবরটা দিতে চাই এখন। তোমরা কি তৈরি খবরটা শোনার জন্য? রুপন, সাব্বির, সুমন এক সঙ্গে বলল হ্যাঁ।
আরিফ বলল তবে শোন টেলিভিশনের ছোটদের অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছি আমরা।
সবাই হাততালি দিল।
সুমন বলল- ইয়াহু! - আজ তাহলে সেলিব্রেট করা দরকার।
রুপন বলল- চিঠির কারণেই মনে হয় ভাগ্য খুলে গেল।
আরিফ একা একা ভাবছিলো হয়তো একটা সুফল আছে। যেমন রুপুকে আর আগের মতো অসহ্য মনে হচ্ছে না। আরেকটা হচ্ছে টিভিতে চান্স পাওয়ার বিষয়টি। মনে হচ্ছে সবই মিস্টার এক্সের পাঠানো চিঠির বদৌলতে ঘটলো।
সাব্বির বলল অন্য কথা। গম্ভীর কণ্ঠে সবাইকে এই বলে বোঝালো যে, টিভিতে চান্স পাওয়ার বড় কারণ হচ্ছে আমরা সবাই প্রতিভাবান এবং পরিশ্রমী।
টিভিতে চান্স পাওয়ার আনন্দে সবাই স্কুল ছুটির পর একটা ফাস্ট ফুড দোকানে বসলো। আলোচনার মূল পয়েন্ট দুইটি, এক- টিভিতে চান্স পাওয়া, দুই- চিঠি।
পরদিন নাস্তার টেবিলে মা বললেন- আরিফ তোমরা নিশ্চয়ই চেইন লেটার চক্রান্তে পড়েছ। তোমরা কি জানো এই চিঠিটা বেআইনি।
আরিফ চিৎকার করে বলল- সেটা কি করে সম্ভব? অনেকেই এ ধরনের চিঠি পাচ্ছে এবং পাঠাচ্ছে। তার আগে বলো তুমি কোথায় পেলে এটা?
আরিফের মা বললেন- রুপু আমাকে এটা দিয়েছে। আমি জানি সব চিঠিই এরকম। কিন্তু এটা আইন সম্মত নয়। তুমি বরং বন্ধুদের বলে দাও তুমি এর সঙ্গে নেই।
আরিফ মাথা নিচু করে বলল- কিন্তু আমরা সব কিছুই পরিকল্পনা করে ফেলেছি।
ধমক লাগালেন মা। বললেন- আমার এক কথা—নো-নো-নো। বলেই অন্যরুমের দিকে হাঁটা ধরলেন।
পাশে চুপচাপ খাচ্ছিল রুপু। মা চলে যাবার পর বলল- সরি চিঠিটা আমিই তোমার মাকে দিয়েছি।
চাপা হাসি দেয়া ছাড়া রুপু আর কিছুই বলল না।
আরিফ এটা খেয়াল করলো।
আমি তোমাকে কোন বিপদে ফেলতে চাইনি। রুপু বলল।
আরিফ খুব কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো। বলল- বিশ্বাস করিনা। তুমি মিথ্যে বলছো। এটি তোমার পূর্ব পরিকল্পিত।
রুপু বলল- পূর্ব পরিকল্পিত? এতো কঠিন শব্দ! না। আমি তোমাকে ফাসাতে চাইনি।
আরিফ রেগে গিয়ে বলল- তুমি আশ্চর্য স্বভাবের ছেলে। কথাটুকু বলেই স্কুল ব্যাগ নিয়ে আরিফ বাসা থেকে বের হলো।
পেছন থেকে চিৎকার করে রুপু বলতে লাগলো, দেখ এই চিঠি তোমার জন্য কিছুই করতে পারবে না। তুমি সৌভাগ্যবান এবং দুর্ভাগ্য কিছুই হতে পারবে না।
আরিফ একবার পেছন ফিরে গড়গড় করে বলল- রুপু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।
ক্লাসের ফাঁকে আরিফদের গোপন বৈঠক শুরু হলো। সুমন বলল- তার মানে আমরা বেআইনি চিঠির গ্যাং!
কথা শুনে অন্যরা হেসে উঠলো।
আরিফ বলল- এটা হাসার বিষয় না।
যদি আমি চিঠির চেইন ভাঙ্গি তবে আমার ওপর দুর্ভাগ্য নেমে আসবে।
রুপন বলল- এতো অস্থির হচ্ছিস কেন?
আরিফ বলল- রুপুকে আর আমার সহ্য হচ্ছে না। ও একটা অদ্ভুত টাইপের মানুষ।
সুমন বলল- তাতো বুঝতেই পেরেছি। কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেয় অথচ এক আর একের যোগফল কত বলতে পারে না।
সবাই কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে রইলো। পরে আরিফ বলল- আমার মাঝে মাঝে মনে হয় রুপু খুব ভালো ছেলে। চিঠিটা মা'র হাতে না দিয়ে অন্য কাউকে দিতে পারতো।
সাব্বির বলল- তাহলে জেলে যেতে হতো। বিশেষ করে যদি টাকার কথা লিখা থাকতো।
ঠিক আছে চিঠিগুলো কই?
আরিফ বলল- আমি রুপনের হাতে দিয়েছি।
রুপন অপরাধীর মতো নিচু গলায় বলল- বিশ্বাস কর। স্কুলে আসার পথে ওগুলো শান্তিনগর পোস্ট অফিসে পোস্ট করেছি।
আরিফ চিৎকার করে বলল- কি করেছো?
রুপন বলল- আমি এত কিছু ভাবিনি।
কি আর করা। সময় নষ্ট না করে ওরা চলে গেল শান্তিনগর পোস্ট অফিসে। লেটারবক্সে যদি চিঠিটি পাওয়া যায়। সাব্বির একটা বুদ্ধি বের করলো। লেটারবক্সের ভেতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল। বাকি সবাই সাব্বিরকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যাতে রাস্তা থেকে কেউ না দেখতে পায়।
লেটারবক্সে হাত ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে সাব্বির বলল- বাতাস ছাড়া কিছুই টের পাচ্ছি না।
আরিফ মুখ ভার করে বলল- এটাই হচ্ছে প্রথম খারাপ ঘটনা। আমি ভাবছি স্কুলে আমাদের জন্য আর কি কি ভূত বসে আছে? শেষ পর্যন্ত মন খারাপ করে ওরা হাঁটতে লাগলো বাসার দিকে।
বাসায় ফিরে আরিফের মনে হলো, যদি তার চিঠিটি সে না ছাড়ে তাহলে কি ধরনের বিপদ হতে পারে? সে তার প্রিয় কোন কিছুই হারাতে চায় না। আবার নিজের মনকে শক্ত করে ভাবতে থাকে—ধুর এসব চিঠি একটা কাগজের টুকরা ছাড়া আর কিছুই না। এটি আর কি ক্ষমতা রাখে?
সারারাত এই নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে আরিফ।
পরদিন সকালে বাথরুমে গিয়েই আরিফ একটা চিৎকার দেয়। কি কারণ। ছুটে আসে মা, বাবা। রুপুও দৌড়ে আসে। কি হয়েছে? কাঁদো কাঁদো স্বরে আরিফ বলল- তার স্কুলের দু'টো সাদা শার্টই গোলাপী হয়ে গেছে। মা বললেন- শুধু সাদা শার্ট দু'টো ওয়াশিং মেশিনে দিয়েছি।
রুপু বলল- মেশিন চালু হওয়ার পর আমি আমার গোলাপী রংয়ের একটা টি-শার্ট এতে দিলাম। ওই রংটাই কিনা আরিফের শার্টে লাগালো।
আরিফ দেখলো তার একটি গোলাপী টি-শার্টের নিচে তার শার্ট দু'টো।
আরিফ কাঁদতে কাঁদতে রুমে চলে যায়। পেছন পেছন রুপু। বলল- গোলাপী রংয়ে তো কোন অসুবিধা নেই?
আরিফ রাগ হয়ে বলল- এটা কোনো কথা! একদিন তুমি যদি দেখ তোমার সব শার্ট গোলাপী হয়ে গেছে তবে কেমন লাগবে?
রুপু বলল- আমি এখন বুঝতে পারছি না।
আরিফ রেগে গিয়ে বলল- তুই একটা শয়তান।
রুপু হাসলো। আরিফ ভেবেই নিলো ঐ চিঠির কারণে এটি দ্বিতীয় খারাপ ঘটনা। কারণ সে মায়ের কথামতো চিঠিটি পোস্ট করেনি।
স্কুলে গিয়ে আরেক ঘটনার মুখোমুখি আরিফ। ক্লাস রুমের দেয়ালজুড়ে লিখা আরিফ-আরিফ-আরিফ।
কে এই কাজ করলো? আরিফ লজ্জা এবং ভয়ে কাঁপতে লাগলো। বন্ধুরা সান্ত্বনা দেয় লাভ হয় না। আরিফ ভাবে চিঠি না পাঠানোর খেসারত।
ক্লাস শুরুর আগে স্কুলের হেডমাস্টার ডাকলেন আরিফকে। হেডমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন স্কুলের দেয়াল নোংরা করার জন্য তুমি কেমন শাস্তি চাও?
ঘাবড়ে যায় আরিফ। সাহস করে বলল- স্যার আমি যদি এ কাজটি করি তাহলে কেন নিজের নাম লিখে সবাইকে জানাবো? আমি করিনি।
হেডমাস্টার বললেন- আমি বিশ্বাস করি তুমি এটি করোনি। কিন্তু বলতে পারো কি কে এই কাজ করেছে?
আরিফের মাথায় বেশ কয়েকটি নাম ঘুরছে। বন্ধুদের নাম তো আছেই এমন কি রুপুর নামও। কিন্তু সে বলল না। কারণ তার হাতে কোনো প্রমাণ নেই।
ঠিক আছে যাও। মাফ করে দিলাম। যেই করুক কাজটি ঠিক করেনি। যাও।
হেডমাস্টার তাকে ছেড়ে দিলেন কোনো শাস্তির কথা না বলে। মনে মনে

আরিফ স্যারকে ধন্যবাদ দিলেও অপমানের বোঝা কাঁধ থেকে সরলো না। এজন্য ভাগ্যের দোষ দিচ্ছে। চিঠির জন্যই এই ঘটনাটি ঘটছে। এটিও একটি দুর্ঘটনা। এরপর আর যে কি ঘটে আল্লাহই জানে! সে ক্লাস রুমে এসে ভাবতে থাকে।

হঠাৎ আরিফের ঘাড়ের কাছে মুখ এসে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলছে, আরিফ তুমি কোনো সমস্যায় পড়েছো?

আরিফ চেয়ে দেখে রুপু। সে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো। মনে হলো চিৎকারের শব্দটা কেউ শোনেনি।

সে দেখলো রুপু ঠিক ওর পাশে বসে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। কিন্তু রুপু এখানে বসলো কীভাবে? ও কেন স্কুলে আসবে?

রুপু হাসতে হাসতে বলল- আমি সব জায়গায় যেতে পারি। আমার কোনো পারমিশন-এডমিশন কিছুই লাগে না।

কিছু একটা বলতে যাবে আরিফ এ সময় নাকে একটা খারাপ গন্ধ পেল। পচা ডিমের মতো। খুব কাছ থেকেই গন্ধটা আসছিল। সে লাফ দিয়ে তার ডেস্ক থেকে উঠে পড়লো। প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল। হাত দিয়ে নাকমুখ ঢেকে ফেললো।

ক্লাসে তখন ইংরেজি পড়াচ্ছিলেন টিচার। আরিফ বলল- আমার ডেস্কে কিছু একটা আছে। চেয়ে দেখে রুপুও নেই। তাহলে এটা কি নিছক কল্পনা?

ক্লাসে গুঞ্জন উঠলো এটা আরিফের কাজ। ওর শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসছে। সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি বিদ্রুপ করতে লাগলো। নাক ধরে দরজার দিকে চলে গেল।

আরিফের মনে হলো এটি আরেকটা দুর্ঘটনা। চিঠি না দেয়ার খেসারত। আরিফ ওইদিন স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে বাসায় চলে আসে। বাসায় ফিরে আরিফ দেখলো দোতলার ব্যালকনিতে রুপু দাঁড়িয়ে কি যেন একটা করছে সুতার গুটি নিয়ে। ওখান থেকে চিৎকার করে বলল- আরিফ আজ কি কোনো সমস্যা হয়েছে স্কুলে?

হতভম্ব হয়ে পড়ে আরিফ। গেইট থেকে দাঁড়িয়ে বলল- কেন এরকম কথা কেন বললে?

রুপু হাসতে হাসতে বলল- অনুমান করে বললাম-।

টেলিফোনে যখন আরিফ রুপুর অনুমানভিত্তিক কথাটি ছড়িয়ে দিচ্ছিল বন্ধু মহলে ঠিক সে সময়ই রুপু পাশে হাজির। আরিফ ফোন ছাড়ার আগেই রুপু শাসিয়ে গেল আরিফকে। বলল- আমি যা জানি তুমি তা জানো না। কথাটা দ্রুত বলেই চলে গেল।

আরিফ একটু দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। রুপু যেন ক্রমশই রহস্যময় হয়ে উঠছে। ফোন ছেড়ে আরিফ জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। ঢাকা শহরের আকাশ ঢেকে রেখেছে দালানকোঠা। উঁচু বাড়ি-অ্যাপার্টমেন্ট, এই শহরকে করে তুলেছে কঠিন। আরিফের এই ভাবনাটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না রুপুর কারণে। পেছনে দাঁড়িয়ে রুপু বলতে লাগলো, তুমি তা জানো না, আমি যা জানি?

মানে। ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁড়ালো আরিফ।

হ্যাঁ আরিফ তুমি জানো-কি জানো? বইয়ের পড়া, স্কুল, বাবার অফিস, টেলিভিশনের নাটক, রবিনহুড, সিন্দবাদ, সিসিমপুর, ডিশের চ্যানেল, কম্পিউটার— এই তো- এই তো- আর কি জানো? পৃথিবীর রহস্য জানো?

রুপু সম্পর্কে আরিফ এদ্দিন যা ভাবতো এখন যেন আরও পরিষ্কার হয়ে উঠছে। কিছু বলার আগেই রুপু আরিফের হাত ধরে বলল- এসো আমার সঙ্গে, রহস্য দেখাবো।

আরিফ ভয় পেলো।

রুপু বলল- আরে ভয় পাচ্ছো নাকি? চলো। রহস্য দেখতে ভয় পেলে হয় না। বরং মজা পেতে হয়। চলো।

রুপু আগে আরিফ পিছে। আরিফদের বাসার ঠিক সামনের বাসাটায় যেয়ে রুপু দরজায় নক্ করলো।

বয়স্ক একজন লোক এসে দরজা খুললেন। মুখ ভর্তি দাড়ি— গায়ে পাজামা-পাঞ্জাবি। হাতে ছড়ি। রুপু সালাম দিয়ে সামনে দাঁড়াতে লোকটি জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইলেন।

রুপু নরম হাসির ছন্দ দুলিয়ে বলল- জ্বী। আপনাকে রোজ দেখি। আলাপ করতে ইচ্ছে হলো তাই চলে এলাম। আরিফকে দেখিয়ে বলল- আমার ফ্রেন্ড। আমরা এক ক্লাসে এক স্কুলে পড়ি।

রুপু মিথ্যে বলল কেন? মিথ্যে পরিচয় দিয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে খাতির জমানোর উদ্দেশ্যটা কি? আরিফ ভেতরে ভেতরে ভসভস করতে লাগলো। আমরা এতদিন ধরে এ বাসায় আছি কোনোদিন তো লোকটাকে দেখিনি। রুপু কীভাবে চিনলো? রুপু কি তাহলে রহস্য জগতের কেউ?

ওরা চেয়ারে বসলো। তারপর রুপু বলল- শুনেছি আপনি একজন গাড়ি চালক ছিলেন। মানে ড্রাইভার।

বৃদ্ধ নরম স্বরে বললেন- ভুল শুনেছো।

জ্বী বুঝলাম না। রুপু অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল।

বৃদ্ধ বললেন- গাড়ি চালাতাম ঠিকই তবে ড্রাইভার নয় মালিক ছিলাম।

ও! রুপু এবার আশ্বস্ত হলো। বলল- শুনেছি আপনি এই মোটর দিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন এবং পুরস্কারও পেতেন।

হ্যাঁ পেতাম। এতে দোষের কিছু আছে?

রুপু বলল- না বলছিলাম কি ঢাকায় মানে এই বাংলাদেশে তো গাড়ি প্রতিযোগিতা হয় না। আপনি কীভাবে অংশ নিতেন?

মনে হলো বৃদ্ধ ক্ষেপে গেলেন। বললেন- এ্যাই তোমরা কি রিপোর্টার?

রুপু হাসতে হাসতে বলল- এই বয়সে কি কাগজের রিপোর্টার হওয়া যায়? বলেই আরিফের দিকে তাকালো সমর্থন পাওয়ার জন্য। কিছু না বুঝেই আরিফ বলল- না-না আমরা রিপোর্টার নই। আজকাল বিভিন্ন চ্যানেলে ক্ষুদে রিপোর্টার আছে। ভাবতে পারেন ওদের মতো কিনা। না, ওদের মতোও না।

বৃদ্ধ এবার উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন- গোয়েন্দা দলের সদস্য?

লেটারবক্সে হাত ঢুকিয়ে নেড়েচেড়ে সাব্বির বলল- বাতাস ছাড়া কিছুই টের পাচ্ছি না। আরিফ মুখ ভার করে বলল- এটাই হচ্ছে প্রথম খারাপ ঘটনা। আমি ভাবছি স্কুলে আমাদের জন্য আর কি কি ভূত বসে আছে? শেষ পর্যন্ত মন খারাপ করে ওরা হাঁটতে লাগলো বাসার দিকে। বাসায় ফিরে আরিফের মনে হলো, যদি তার চিঠিটি সে না ছাড়ে তাহলে কি ধরনের বিপদ হতে পারে? সে তার প্রিয় কোন কিছুই হারাতে চায় না। আবার নিজের মনকে শক্ত করে ভাবতে থাকে—ধুর এসব চিঠি একটা কাগজের টুকরা ছাড়া আর কিছুই না। এটি আর কি ক্ষমতা রাখে? সারারাত এই নিয়ে অস্বস্তির মধ্যে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে আরিফ। পরদিন সকালে বাথরুমে গিয়েই আরিফ একটা চিৎকার দেয়। কি কারণ। ছুটে আসে মা, বাবা। রুপুও দৌড়ে আসে। কি হয়েছে? কাঁদো কাঁদো স্বরে আরিফ বলল- তার স্কুলের দু'টো সাদা শার্টই গোলাপী হয়ে গেছে

রুপু বলল- না।
কোন প্রতারক দলের এজেন্ট?
এবার আরিফ উত্তর দিল-না।
রুপু বলল- আমরা এই মহল্লায় থাকি। আপনাকে দেখি কিন্তু কখনো কথা বলিনি। তাই এলাম। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় আপনার সম্পর্কে নিউজ পড়েছি। বাংলাদেশী হয়ে আপনি ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান এসব দেশে মোটর প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। ইটস গ্রেট!
খানিকটা নীরব থেকে নিজের মনের গভীরে যেন ডুব দিলেন বৃদ্ধ। বললেন- হুঁম-কিছু এক্সপিরিয়েন্স তো হয়েছেই।
কি ধরনের এক্সপিরিয়েন্স?
বিজয়ের। বুঝলে দুনিয়াটা জাদু দিয়ে ভরা। আসলে কম বেশি আমরা সবাই জাদুকর।
রুপু যেন কিছু একটা আঁচ করতে পারলো বৃদ্ধের কথায়। নড়েচড়ে বসলো। বলল- এক্সাক্টলি! ইউ আর রাইট। মনে মনে ভাবলো সে হিসেবে তো আমিও জাদুকর।
আরিফ এতক্ষণে ইজি হতে পেরেছে। বলল- জাদুকর বলছেন কেন?
কথার জবাব না দিয়ে বৃদ্ধ বলল- এসো ভেতরে। ওরা বৃদ্ধের পিছু নিলো। প্রশস্ত ঘরে অল্প কয়েকটি আসবাব। একখানা সোফা। ময়লা, পুরোনো হয়ে জীর্ণ অবস্থা। কয়েকটি কাঠের চেয়ার। ঘরের দেয়ালে ঝুলছে দু'টি বড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। দু'টোই বৃদ্ধের যৌবনকালের ছবি। একটিতে গাড়ি প্রতিযোগিতার ছবি অন্যটিতে তার গাড়িটি। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো গাড়িটি সাধারণ রেসের গাড়ি নয়। সাধারণত আমরা রেসে যে গাড়িগুলো দেখি-নিচু, ছাদ খোলা-বৃদ্ধের গাড়িটি এমন নয়। অনেকটা খোলা মাইক্রোবাসের মতো।
রুপু বলল- এই গাড়ি দিয়ে আপনি রেসে অংশ নিয়েছেন?
বৃদ্ধ বলল- ঐ যে বললাম- না আমরা সবাই জাদুকর। জাদুকরের গাড়ি তো দেখতে ওরকম। তবে একটা মজার বিষয় কি জানো, জাপানে একবার ধরা খেয়ে গিয়েছিলাম।
কেন? কেন? রুপুর কণ্ঠে বিস্ময়।
বৃদ্ধ কোনো জবাব না দিয়ে বললেন- চলো আমার সেই জাদুঘরে চলো। মূল বাড়ির কামরা। অন্ধকার হয়ে আছে। বৃদ্ধ সুইচ অন করতেই আলো জ্বলে উঠলো। বৃদ্ধ এগিয়ে গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে পরম স্নেহে গাড়িটায় হাত বোলাতে লাগলেন।
রুপু বলল- এই সেই গাড়ি?
হুঁম। মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। গাড়ির বয়স সত্তর। আমার নব্বই। বুঝতে পারছো বিশ বছর বয়সে আমি ওকে নিয়েছি। বানানো হয়েছে স্পেশাল অর্ডারে। আমার এক বিলেতি বন্ধু এটি বানিয়েছে। বুঝলে, জাদুর দুনিয়ায় বাজিমাত করতে এই গাড়িটি আমাকে বাঁচিয়েছে।
আপনার বন্ধুটি এখন কোথায়? আরিফ বলল। বৃদ্ধ মুচকি হেসে ব্যঙ্গ মেশানো কণ্ঠে বললেন- ওই ব্যাটা মরে ভূত।
আরিফ এবং রুপুর দিকে বৃদ্ধ একবার চোখ ঘুরিয়ে রুপুর দিকে স্থির হয়ে তাকালেন। বললেন- তোর চোখে এত কি ঘুরে রে?
আরিফ, রুপু দু'জনেই ভচ খেয়ে গেল। একি! বৃদ্ধ যেন তার চেহারাই পাল্টে ফেলেছেন। তারপরও তুই বলে সম্বোধন। ফাঁদে পড়লাম না তো। আরিফের ভেতরটা অসম্ভব রকম ভয়ে কাঁপতে লাগলো।
কিন্তু রুপু অনেকটা সহজ। বৃদ্ধ তুই করে ডেকেছে এটা ওর কাছে কোনো ব্যাপার মনে হলো না। কিন্তু ব্যাপার হলো বৃদ্ধটা কি বুঝলো কিছু? কি বুঝবে? ও তো আর চোর নয়। রুপু এবার নিজের মনকে দমিয়ে রাখলো অজানা সাহসের জোরে।
গাড়ির চাবি হাতে নিয়ে বৃদ্ধ তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন- পিচ্চিরা শুনে রাখ তোরা এখন যা দেখবি, শুনবি এর কোনো কিছুই বাইরে প্রকাশ করবি না। তোদেরকে জানাচ্ছি শুধু এ কারণে যে মরে যাওয়ার আগে জাদুর দুনিয়ায় জাদুর কসরত দেখাতে চাই তোদেরকে। বলেই বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন- তুমি থেকে তুই এ এসেছি বলে মাইন্ড করিসনিতো?
রুপু বলল- কি যে বলেন, আপনি আমাদের দাদুর মতো।
বৃদ্ধ অনেকটা কঠিন হয়ে রুপুর দিকে গভীর দৃষ্টি ফেলে বললেন- এ্যাই পিচ্চি তোদের নাম কিন্তু জানা হয়নি।
আমি রুপু। ও আরিফ। রুপুই উত্তর দিলো।
শোনে রাখ তোরা, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন কোনোও কথা ফাঁস করা যাবে না। ফাঁস করলেই বিপদ। প্রতিজ্ঞা কর। নইলে আউট।
রুপুর মনে হলো তার আইডিয়া ঠিক আছে। যা ভেবেছে সে রকমই অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আরিফের হাত ধরে ফিসফিসিয়ে বলল- দেখ। জাদু দেখ।
বৃদ্ধ চড়ে বসলেন গাড়ির সিটে। গাড়িটি দেখতে মাইক্রোবাসের মতো। চাবি ঘোরাতেই ভট্ ভট্ করে আওয়াজ উঠলো। ঠিক গাড়ি ছোটার সময় যেমন শব্দ হয়।
রুপু আরিফ একটু ভয় পেয়ে গেল। এই বুঝি গাড়িটি তাদের ওপর চড়াও হয়। কিন্তু না গাড়িটি এগুলো না। যেখানে ছিল সেখানেই ইঞ্জিনে ঘড়ঘড় শব্দ করে কাঁপছে। মিনিট খানেক কাঁপার পর একটা ধুপুস্ করে শব্দ হলো।
সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো আরিফ রুপু দু'জনেই। একি! মাইক্রোবাসটি চোখের নিমিষে ছোট হয়ে গেল। ঠিক টিভিতে দেখা রেসের গাড়ির মতোই ছোট।
বৃদ্ধ হাসতে হাসতে বললেন- জাদু দেখেছিস। জাদু?
রুপুর মাথাটা আরও ঘুরে গেল। প্রশ্নের সাগরে ডুবতে ডুবতে অতলে হারাতে লাগলো। তা ছাড়া আরিফের সঙ্গে আলাপ করে যে একটু হালকা হবে তারও জো নেই। কারণ রুপুতো আগেই ঘোষণা দিয়েছে যে ও যা জানে আরিফ তা জানে না। আসলেই জানে না। রুপুর মাথা তো আর সাধারণ মাথা নয়। কম্পিউটারাইজড মাথা। সব কিছু হেড ডিস্কে আছে। গোলমাল হওয়ার কিছু নেই। এমন উপলব্ধি নিয়ে রুপু নিজেকে আলাদা মানুষ ভাবলেও বৃদ্ধের কাজ কারবারে মাঝে মাঝে ও নিজেই ঘাবড়ে যাচ্ছে।
ঘাবড়াবার কারণও আছে। গাড়িটা স্টার্ট নিলো কিন্তু এগজস্ট পাইপ থেকে ধোঁয়া বের হলো না। গাড়িটা এমনভাবে শব্দ করলো যেন ছুটে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। এমনকি গাড়িটি কাঁপছিল বেশ অথচ জায়গা থেকে একটুও নড়লো না।
বৃদ্ধ মুখে প্রশান্তির ছাপ এনে বললেন- কি দেখলি?
রুপু বলল- যা দেখলাম অবিশ্বাস্য। তার মানে আপনি আসলে...
বৃদ্ধ থামিয়ে দেন রুপুকে। বললেন আয় তোদের আরও মজা দেখাই। বলেই গাড়ির ইঞ্জিনের সামনে গেলেন। ঢাকনা খুলে তেলের ট্যাংকিতে একটা কাঠি ঢুকিয়ে দিলেন। কাঠিটি বের করে একবার রুপুর চোখের সামনে আরেকবার আরিফের চোখের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন, তেলের চিহ্ন পেয়েছিস?
মাথা নেড়ে দু'জনই বলল- না।
বৃদ্ধ হেসে বললেন- এটাইতো জাদু।
তোরা চড়বি আমার এই গাড়িতে?
কিছু বলার আগেই বৃদ্ধ রুপুর হাতে চাবি দিয়ে বললেন- স্টার্ট দে।
রুপু ভয় পাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু ওর ভেতরে একটা অজানা সাহসের ঢেউ দোলা দিয়ে যাচ্ছিল বলে ভয়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছিল না। বৃদ্ধের কাছ থেকে দ্বিতীয় অনুরোধ আসার আগেই গাড়িতে চড়ে বসলো এবং ইঞ্জিনের চাবি ঘোরালো। আরিফ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আল্লাহ করছিল।
না। গাড়িটির কোনো কিছুরই বদল হলো না। এমনকি শব্দও হলো না। যেভাবে স্থির ছিল সেভাবেই রইলো।
বৃদ্ধ এবার উচ্চস্বরে গর্বের হাসি হেসে বললেন- আফটার অল আমি তো মালিক। মালিক ছাড়া এই গাড়ি চলে না। নিজের হাতে প্রমাণ পেলি। নিজের চোখেই তো দেখলি। এই হচ্ছে জাদু! ডিয়ার চাইল্ড, মনে রাখিস পৃথিবীতে অনেকেই জাদুকর সেজে বসে আছে। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে ফিল্ড ঠিক আমি কিন্তু প্রকৃত জাদুকরের কথা বলছি না। যেমন ডেভিড কপার, পিসি সরকার কিংবা এই শহরের জুয়েল আইচ। এদের বাইরেও এক ধরনের জাদুকর আছে যারা সাধারণ মানুষ সেজে জাদু দেখায়। মানুষকে ঠকায়। জিতে নেয় টাকা, বাড়ি, গাড়ি, খ্যাতি। পৃথিবীটাই এরকম।
আরিফ কিছু একটা বলার জন্য ঠোঁট নাড়ছিল তার আগেই বৃদ্ধ ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন- বিদায় হয়ে যা। এক্ষুণি।
ওরা কথা না বাড়িয়ে বিদায় নেয়। হাঁটতে হাঁটতে ওরা মূল দরজায় চলে এলে বৃদ্ধ রুপুর কানে মুখ রেখে বললেন- তোর বাড়ি কোথায় আমি জানি। তুই কি এবং আমার এখানে কেন এসেছিস তাও জানি। যা। চলে যা।

কথাটা আরিফের কানে হালকা হালকা ঢুকলো। বৃদ্ধ এ কথা বললেন কেন? রুপুকে কি চিনেন? তাহলে রুপুও কি জাদুকর?
উত্তর খোঁজার চেষ্টায় আরিফ অনেকটা স্তিমিত হয়ে রইলো। চুপচাপ হেঁটে এলো বাসায়। ভীষণ ক্লান্তি লাগছিল। বাসায় ফেরার পর থেকে শরীর ঘামতে শুরু করেছে। ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরছে। কিন্তু গরম কমে না। এর মধ্যে রুপু দু'বার এসেছে। কিছু একটা বলতে চেয়েও বলছে না। আগ বাড়িয়ে আরিফও কিছু বলছে না। এভাবেই ঘণ্টা খানেক কেটে যাওয়ার পর আরিফ নিজের ইচ্ছায় রুপুকে ডাকলো।
রুপু বলল- তোমার জাদুকর হতে ইচ্ছে করছে তাই না?
আরিফ হতভম্ব হয়ে পড়লো। সত্যিই তো, বুড়োর গাড়ি দেখার পর থেকে আরিফের জাদুকর হতে ইচ্ছে করছে। জাদুকরদের কোনো ভয় থাকে না। ওরা যা করে তাতেই মানুষ বাহবা দেয়। হাততালি দেয়। জাদুকররা সব সময় বিজয়ী হয়। আরিফও বিজয়ী হতে চায়। স্কুলে-বাসায়-সমাজে সবখানে ও জিততে চায়। ঐ বৃদ্ধ যেমন জিতে আছে।
বিছানা থেকে উঠে আরিফ বলল- বুঝলে কীভাবে?
রুপু বলল- আমি তো জাদুর বই পড়ি তাই মানুষের চোখ মুখ দেখলেই বুঝতে পারি কে জাদুকর হতে চায়?
ঐ বুড়োটার কথাও কি তুমি একইভাবে জেনেছো?
হ্যাঁ।
আরিফ খুব বুদ্ধিসহকারে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, এরকম একটা ভাব নিয়ে রম্নপুকে বলল- আচ্ছা একটা ভুল হয়ে গিয়েছে?
রম্নপু আরিফের পাশে বসতে বসতে বলল- কি ভুল?
বুড়োর নামটা জানা হয়নি।
রুপু গম্ভীর গলায় বলল- ও আমার আগেই জানা আছে চৌধুরী মোহাইমিয়ান।
কেমন নাম এটা? আরিফের জিজ্ঞাসা।
রুপু বেশ কঠিন হয়ে বলল- তাতে কি? নামে নয়, জাদুকরদের কাজে পরিচয়।
তুমি এতো জেদ করে কথা বলো কেন? আরিফ রুপুকে জেরা করলো।
জেদের কি দেখলে?
হ্যাঁ জেদই। আচ্ছা তুমিও কি জাদুকর?
কেন? এই কথা বললে কেন?
মনে হলো তাই।
কারণ।
তুমি যে বলো তুমি যা জানো আমি তা জানি না?
রুপু এবার প্রসঙ্গ পাল্টে বলল- তোমার চিঠির কি করলে?
আরিফ বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল- তুমি আমাকে ফাসাবার জন্য এই প্রশ্নটি তুললে। চিঠির কারণেই আমি প্রতিদিন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছি।
মুখ ভেংচিয়ে রুপু বলল- আমি যা জানি তুমি তা জানো না।
আরিফ তেতে উঠলো। বলল- সব কিছুতেই এত বড়াই কর কেন?
রুপু আত্মতৃপ্তি নিয়ে বলল- নিজের ভেতর কিছু আছে বলেই তো করি। দেখবে একদিন আমিও বড় জাদুকর হব।
রাতের খাবারের সময় বাবাই প্রশ্নটা তুললেন। বললেন- রুপুর সঙ্গে আরিফের কি হয়েছে?
রুপু বলল- আরিফ আমার প্রতি রাগ করেছে।
মা বললেন- এটা কি সত্যি?
আরিফ কোনো উত্তর দিলো না। ওর মনে হচ্ছিল খাবারগুলো রুপুর মাথায় ঢেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠতে। কিন্তু ওঠা হলো না। এ সময়ই ফোন বেজে উঠলো। ফোন ধরতে এগোয় রুপু। কান খাড়া করে থাকে আরিফ। আরিফ যখন শুনতে পেল রুপু বলছে নো প্রবলেম সব ঠিক তখনই আরিফ চিৎকার দিয়ে বলল- বাবা রুপু মানুষ নয়।
মানে! মা বাবা দু'জনেই চমকে উঠেন। কী বলছো তুমি?
মনে হচ্ছে কারো প্রেতাত্মা হয়ে আমাদের ঘরে ঢুকেছে।
খাওয়া বন্ধ করে বাবা বললেন- কি বলছো এসব?
হ্যাঁ বাবা, রুপু প্রতারক চক্রের সদস্য। সবার মধ্যে চিঠি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটি হচ্ছে চেইন লেটার। একজন পেলে চারজনকে দিতে হবে। ঐ চিঠিটি পাওয়ার পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ছি। বার বার দুর্ঘটনা ঘটছে।
বাবা চেয়ার ছেড়ে রুপুর কাছে গেলেন। এ-কী! রুপু নেই। টেলিফোনের সেটের নিচে গোলাপী কালিতে লেখা একটি চিঠি-

৬

রুপু ভয় পাচ্ছিল ঠিকই কিন্তু ওর ভেতরে একটা অজানা সাহসের ঢেউ দোলা দিয়ে যাচ্ছিল বলে ভয়টা বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছিল না। বৃদ্ধের কাছ থেকে দ্বিতীয় অনুরোধ আসার আগেই গাড়িতে চড়ে বসলো এবং ইঞ্জিনের চাবি ঘোরালো। আরিফ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আল্লাহ আল্লাহ করছিল। না। গাড়িটির কোনো কিছুরই বদল হলো না। এমনকি শব্দও হলো না। যেভাবে স্থির ছিল সেভাবেই রইলো। বৃদ্ধ এবার উচ্চস্বরে গর্বের হাসি হেসে বললেন- আফটার অল আমি তো মালিক। মালিক ছাড়া এই গাড়ি চলে না। নিজের হাতে প্রমাণ পেলি। নিজের চোখেই তো দেখলি। এই হচ্ছে জাদু! ডিয়ার চাইল্ড, মনে রাখিস পৃথিবীতে অনেকেই জাদুকর সেজে বসে আছে। তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তবে ফিল্ড ঠিক আমি কিন্তু প্রকৃত জাদুকরের কথা বলছি না। যেমন ডেভিড কপার, পিসি সরকার কিংবা এই শহরের জুয়েল আইচ

ভিন গ্রহের আত্মায় বড় হয়ে কখনো ভাবিনি পৃথিবীর মানুষ এখনও পিছিয়ে থাকবে। লোভ, হিংসা কুসংস্কার কোনো কিছু থেকেই ওরা মুক্ত নয়। এমনকি আরিফরাও না। যারা চিঠির ওপর বিশ্বাস রেখে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করে। ওরা জাদুকরকে বিশ্বাস করে।
ইতি
মিস্টার এক্স (জুনিয়র)

বাবা যেন কিছুই বলতে পারছেন না। তাহলে তার বন্ধুটিই কি মিস্টার এক্স? আর এক্সের ছেলে রুপু! কি জানি হতেও পারে। কারণ এক্সকে আগেও দেখেছেন বিজ্ঞানের কলকব্জা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে।
আরিফের মনে রুপু যেমন আতংক সৃষ্টি করে গেল আরিফের বাবার মনেও তেমন আতংক সৃষ্টি করেছে মিস্টার এক্স। মানুষকে শুধু ভয় দেখায়।
মা বললেন- কাল সকালে পুলিশকে খবর দিলে কেমন হয়?
বাবা কোনো কথা বললেন না। ভাবছেন। লাভ কি? পুলিশকে খবর দিয়ে? কোন লাভ নেই।
আরিফও চুপচাপ। কী যে করবে ভেবে পাচ্ছে না।
এক্সের ছেলে রুপুর সঙ্গে আরিফের ঝগড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু রুপুতো সামনে নেই। কী করবে! মনে মনেই ঝগড়া করছিল।
সত্যি মনে মনে মানুষ কত কী করে, কত কী ভাবে?